মৃদুল রোদ্দুরে একা
রথীন কর

মৃদুল রোদ্দুরে একা
রথীন

সাংস্কৃতিক খবর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ

মৃদুল রোদ্দুরে একা রথীন কর ২

মৃদুল রোদ্দুরে একা

রথীন কর

মৃদুল রোদ্দুরে একা
রথীন কর

প্রথম প্রকাশ
বাংলা কবিতা উৎসব, ডিসেম্বর ২০১৫

স্বত্ব
ঈশিতা কর

প্রচ্ছদ
রথীন কর (প্রচ্ছদের ছবি, সংগৃহীত)

প্রকাশক
সাংস্কৃতিক খবর, ই-১৫০/১এ, কলকাতা-৭০০০৯১

মুদ্রণ ও বাঁধাই
এম. পি. আর. প্রিন্টার
৯এ, ক্ষেত্র ঢোল লেন, কলকাতা-৭০০০০৫

মূল্য : ৮০.০০

MRIDUL RODDURE EKA
(collection of Bengali poems by RATHIN KAR)
Published by
Sanskritick Khabar
EE-150/1A Salt Lake City, Kolkata, India-700091
Price Rs 80.00

কবি শ্যামলকান্তি দাশ
আত্মজনেষু

লেখকের পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থ

কাব্য

উঠোন জুড়ে বনতুলসী (১৯৮৩)
তোমার ভ্রূভঙ্গে ফুল ফোটে (২০০১)
আমারে তুমি অশেষ করেছ (২০০৫)
ভেসে ওঠে প্রতিবিম্ব (২০০৮)
ধুলোয় মেখেছি সুখ (২০১০)
বিষাদ কর্নেট বাজে (২০১১)
তোমাতেই বহ্নিমান (২০১২)
Moments' Monuments (২০১৪)

যৌথ

মেদিনীপুরের কবি ও কবিতা (১৯৭৬)
চতুষ্কোণ (২০০৮)

প্রবন্ধ

প্রবন্ধ সংকলন : বিবিধ প্রসঙ্গ (২০০৯)

শিশু কিশোর

ভৌতিক ও অন্যান্য (২০১০)

কবির সঙ্গে কথা

মুঠোফোন : (+৯১) ৯৪৩৩০০৮৯৭৩ / ৮৩৩৭০২৪১২১

সূচিপত্র

বাংলা শেখা

কুমারী স্লেটে লিখে চলেছি
বর্ণমালা
ক খ অ আ
বিদ্যাসাগরের স্নেহমাখা হাত ধরে
সাদাটে পাতায়

বোঝাই করা কলসি হাঁড়ি
খোয়াই পথে গানের তরী
বেয়ে ঠাকুরমশাই এগিয়ে চলেছেন

মনখারাপের কলম পকেটে নিয়ে
হেমন্তশেষের খড়কুটোর আশ্লেষে
ঘাই হরিণীর ডাকে আবিষ্ট
দিগভ্রষ্ট জীবনানন্দ কি এখনও ট্রামরাস্তায় !

এলসিনোরের নরক থেকে
উঠে আসছে উর্বশী ও আর্টেমিস
বিষ্ণু দে-র এলিয়ট-মনস্কতায়
ব্যথার স্নায়ুতে মরচের বাহার

একটি কথার দ্বিধা থরথর চূড়ে
উটপাখির উদাসীনতায়
ফাটা ডিমে তা দিতে থাকেন সুধীন্দ্রনাথ

গৌরীপুরে টিনের চালে বৃষ্টির শব্দে
সাত সমুদ্দুর পারে বেজে ওঠে
অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার সেতার

এখনও গাছে গাছে কবিতা টাঙাচ্ছেন
এক কবি ও কাঙাল শাল মহুয়ার জঙ্গলে

জ্বলে উঠছে আকাশভরা সূর্যতারা
কত সৌরলোকের দীপ্র আলো
ঢাকাই জামদানির উজ্জ্বলতায়
মিশে যায় জন্মের আতর গন্ধ
বাংলা কবিতার ভুবনে।

নিভে যাওয়া নক্ষত্রের পথ ধরে

উপনিষদের স্তোত্রগুলি
বোকাবাক্সে নীল নকশা হয়ে নাচছে

গীতার অমৃতবাণী অর্জুনের কানে
ঢুকছে না ট্যারা চোখে চামেলির
পেটি দেখছেন 'সুইমিং পুলে'

আর পারি না !

একশো পঞ্চাশ পেরিয়ে
রবিবাবু আই পি এলের খেলা দেখছেন
লুকিয়ে লুকিয়ে
আবার বেটিং-এ জড়িয়ে না পড়েন

স্বামীজির জন্মের দেড়শো বছরে
'কালী দ্য মাদার' মঞ্চস্থ হবে
নৃত্যনাট্য, হলিউডি মাদকতায়

এ সবই শোনা কথা - এখানে ওখানে সেখানে
খালাসিটোলায় বাসের জানালায়
নিত্যযাত্রীদের বিনোদন চর্চায়
এসব আলফাল কথার
সাড়ে বত্রিশ ভাজায়
আমার নাম জড়াবেন না

কোথাও মাটির মৃদঙ্গ বাজছে
লাল জবার মালা
মারাংবুরুর থানে
বহুপূর্বে নিভে যাওয়া নক্ষত্রের পথ
ধরে শ্বেতকেতুর মতো হারানো
মাকে খুঁজে চলেছি ...

মিথুন দৃশ্য

কমলালেবুর সোনালি হলুদ
রং ছড়িয়ে পড়ছে খাবার টেবিলে
নাভিদেশ শ্যাওলা-সবুজ

শীত ঢুকছে খোলা জানালা দিয়ে
গ্রীষ্মের শহরে ঘর গরমের
চিমনি নেই ঠান্ডা নিরোধক নেই
জানালায় শীত, শীতের কথকতা
লেবুটি তাকিয়ে আছে সরীসৃপ শীতলতা
গায়ে মেখে

তোমার নিপুণ চলাফেরা
তোমার না-বলা কথা
কচি ধানের দুধের মতো
হালকা গন্ধময়

শৈত্য ও উষ্ণতার মিথুন দৃশ্য ...

তাতার রাত্রি

সাইকেলের প্যাডেলে পা।
দিদি আপিস-ফেরতা
বাড়ির পথে দুজনে
মাধ্যমিকের ছাড়পত্র মায়ের হাতের রান্না
বহুকথার কলরবে ভেসে যায় মগ্নসন্ধ্যা

দিদির আঁচলে টান
ভাইয়ের প্রতিবাদী কণ্ঠ
নির্বান্ধব অন্ধকারে শয়তানের ডুগডুগি
বুলেটের আগ্রাসী আগুন
অশ্বত্থের বেতাল বাতাসে
ঝরে পড়ে প্রাণের মৃণাল
তাতার রাত্রির জমাট বীভৎসা

'বিগ বি' তখন বোকাবাক্সে নবরত্ন তেল
ফিরি করছেন। এস আর কে
গুণছেন আই পি এলের টাকা
আম্বানিরা তেলের কড়ি
মাল্টিপ্লেক্সে বক্ষপ্রদর্শনী
বণিকসভায় ইলিশ উৎসব

কতখানি রক্ত লাগে কান্না এঁকে দিতে ?

চাঁদের বারান্দায়

বন্ধ্যা নদী এখন জোয়ার খাচ্ছে

ভুখা নদী জোয়ার খাচ্ছে
পেট পুরে
ছেলেরা হৈ-হৈ নতুন জলে
মাথাফাবড়ি জাল ঝপাঝপ
তুসা চিংড়ি
চুনামাছ ব্যাঙটুনি

খইখাল্লা জ্যোৎস্না হাসছে
জলচুঁয়ানি বাতাসে
আজ র‍্যাশনে ক্র্যাসিন
তুলেছে জেলেনি
ঘরে উজ্জ্বল ডিবরি

চাঁদের বারান্দায় আঁচল
পেতে শুয়ে আছে
একাকিনী

সঘনে ঝুর-এ আঁখি

জীবন মিছিলে

আলপথে হাঁটতে থাকে
ভূশণ্ডি চাষী
কালো কিষ্টি
কাঁধে মাসখানেক
না-কাচা
খড়খড়ে গামছা
ইউরিয়ার ভরতুকি কমছে
জলের দর আরও বাড়ছে

ঘরদোর অরক্ষিত
বিপর্যস্তা নারীর মতো
হাটে মাঠে বোমা বারুদ
কেন ওড়াও শান্তি পারাবত
যুদ্ধরত বাজেদের মারণ উৎসবে ?

'নেরুদা'র কাটা হাত শুধু
প্রেরণার পিয়ানো হয়ে বাজে
সাতরঙা জীবন মিছিলে।

জন্মান্তর

রোবটের সংসার ছিমছাম
শার্সিতে নেই
ধূসরতা
টেবিলে পড়ে নেই
মেছো কাঁটা
অথবা মেঝেতে জুতোর ছাপ

রোবট পুরুষ টাই পরে আপিসের পথে
দরজা পেরোলে চলমান সিঁড়ি
সোজা শীতাতপ খাঁচার আরামে

রোবট রমণী টপ জিনস
হাই হিলস
রোবট ভোজ রাতে বসের সঙ্গে

রোবট কিশোরী ব্যাগ কাঁধে
টুইশানি অঙ্কন ডুব সাঁতারে
রোবট বন্ধুর সঙ্গে 'হিপহপ' 'র‍্যাম্বো'

সে রাতে বৃষ্টিধোয়া আকাশে
বাদুড়ডানার অন্ধকার সরিয়ে রুপো
রঙের চাঁদ শার্সিতে উঁকি মারে
সে রাতে রোবট রমণী কোমল
প্রদীপ হয়ে জ্বলে

রাত পোহালে রোবট কিশোরীর
প্রথম প্রণাম বাবাকে
মাকে জড়িয়ে বলে
আজ তবে
মাছের মাথা দিয়ে পুঁই চচ্চড়ি হোক

খেলাঘর

এই শীত
এই সন্ধ্যা
এই উদাসীনতা
তোমার

এই বসন্ত
এই ঝিলিমিলি
অনন্ত গোধূলি
তোমার

আপন সর্বস্ব তুমি
এত রং বদলাও
সর্বব্যাপী প্রসাধনে
বিশ্বায়নী বর্হিবাসে

এতোল বেতোল বনবাসী আমি
আনচান খেলাঘর
ভাসিয়ে দিয়েছি
তোমার ক্লান্ত কোলাহলে

ধস

সেবক সেতু পেরোলে
কালিম্পঙের রাস্তাটা
বেশ আঁকাবাঁকা
ঊর্দ্ধমুখী
বাঁদিকে বাঁক নিলে
সিঙ্কোনা বন - মংপুর পথ
ওইখানে কিছুদিন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ
মৈত্রেয়ী নিবাসে
পাহাড়িয়া জনজাতির মানুষ
আসতো প্রবীণ রবিকে শ্রদ্ধা
জানাতে জন্মদিনে

এখনো কি আসে তারা ?

পিতামহ গাছগুলি -
লুণ্ঠন লুণ্ঠন
শেষ হয়ে যায় সব নিবেদন
ধস নামে ধস নামে
ধস নামে অন্তরে বাহিরে

ভগ্নজানু মানুষের
জগঝম্প সংকীর্তন
অচেতন অশিক্ষায়
মঞ্চ জুড়ে
ট্যাংগো ট্যাংগো হিপহপ সালসা
লাঞ্ছিতা চন্ডালিকা
নেচে চলে নেচে চলে নেচে চলে ...

ভাঙা চেয়ারে হেলান দিয়ে
কবি শুকনো ফুলের মালা পরে।

নতজানু

নামতে নামতে
নামতে নামতে
খাদের কিনারে
আর কত নীচে নামবে
কবিতার কলাবৃত্ত ভুলে
মাত্রাহীন নতজানু মুদ্রায় ?

মুখরিত গানের আসর
বসেছিল রঙিন বসন্ত-উৎসবে
আতত বিলাপে আত্মরতির
গৃধ্ররব তোমার রাত্রির গায়ে

জ্বলেছিল আবিল ফুলঝুরি

আর কত নীচে নামতে পারো
অস্তিত্বের প্রলয় পয়োধি জলে
যাপনচিত্রে রাজপথে নিষ্প্রদীপ ঘরে ?

দূরে সরে যাই
দূরে দূরে -
মুখ ঢেকে যায় রৌদ্রহীন কুয়াশায়
শরীরী পোশাকের আড়ালে নির্বোধ মাধুকরী
প্রণয়প্রপাত ঝরে যায়
অবিমৃশ্য বালুকাবেলায়

এইভাবে
এইভাবে
অর্থহীন প্রতীক্ষায়
অন্ধ দ্রাঘিমায়
অবোধ শূন্যতায় আঁকি তোমার নাম।

আঁচড়

টবের বারান্দায় 'ব্লিডিং হার্ট'
অচেনা আঁচড়ে রক্ত
লেগে থাকে অন্তরমহলে

অবিশ্রাম বৃষ্টিধারা
বলে নাম, বলে নাম
কার নাম ?

সে তরল উচ্চারণ
ধুয়ে যায়
মথিত বৃষ্টিতে

হৃদয় বন্ধক রাখো
কোন 'লুম্পেন' পাখির কাছে ?

সেন্ট মার্টিন

টেকনাফের প্রান্তর ছুঁয়ে
সূর্য ঢালছে রোদ
সাগর ছেঁচা নুনের চৌকো খেত
বি.ডি.আর চেকপোস্ট
গাছেদের সবুজ আস্ফালন
আহা ঘন সবুজ

এল সি টি কুতুবদিয়ায় মন্থর সময়
'নাপ' নদী পেরিয়ে সমুদ্রপথ
বাংলা চ্যানেল বরাবর
সিগন্যালের সারি টুপটাপ মাছ
স্বাদু মাছ টপাটপ
জাহাজ সঙ্গীদের আনন্দবেদনার গপ্পো
আমার নিঃসঙ্গ সময়
বিসর্জন দিই জাদুকরী মায়ার জলে

ভালো লাগছে গলন্ত সকালে
চারিদিকে বাংলা শুধু বাংলা কথা
সেন্ট মার্টিনের বালুকাবেলায়।

শব্দের নৈঃশব্দ্য

কখনো নৈঃশব্দ্য বাঙময় হয়ে ওঠে
কখনো নৈঃশব্দ্য ক্রুদ্ধ জন্তুর মতো
ফুঁসে ওঠে বিষাদলগ্ন শীত বিকেলে
কখনো চেনা শব্দগুলি ফিরিয়ে নেয় মুখ
শব্দগুলি, আহা মিহিন শব্দগুলি

কিছুটা সময় চেয়ে নিই
চলতে চলতে
পথে ঘাটে
ভিড়ের মধ্যে একাকী
চলতে চলতে
শব্দেরা কখনো ফিরে আসে
দল বেঁধে ফিরে আসে
শব্দের শুদ্ধতা
শব্দের শুভ্রতা
শব্দের মমতা মাখানো কোলাহলময়তা
সব সব কিছু ফিরে আসে
ক্লিষ্ট হৃদয়ের আনাচে কানাচে
চেতনা প্রবাহে
মাথায় ঝরে পড়ছে সোনালি
শব্দের পাপড়ি
শব্দগুলো নেমে আসছে সময়ের জামা পরে।

হাত ধরো সান্তিয়াগো

জলের সংসার, অসীমের হাতছানি
সান্তিয়াগো, চলেছ অতল বিস্তারে
মৎস্য শিকারে
মেঘ বৃষ্টি ঝড় সমুদ্র-তুফান
ফিরে এসেছ ব্যর্থকাম
ফিরে ফিরে এসেছ
নতুন উদ্যমে আবার
বারবার
কখনো সঙ্গী ছোকরা ম্যানোলিন
কখনো একক অভিসার

যেতে হবে বহুদূরে
মার্লিন মাছটা
বুড়ো সান্তিয়াগো
রঙ্গিণী হরিণীর মতো
তোমাকে নিয়ে খেলছে
খেলছে
তোমার-ও জীবন ছুটছে
ছুটে চলেছে
মার্লিনের অরোধ্য গতিপথ ধরে
আশির যৌবনে

ফুটনোটের বাসিন্দা হয়ে
পড়ে আছি সান্তিয়াগো
অর্বাচীন কোলাহলে ডুবে যায়
আমাদের শালীন চেতনা
গতিহীন ক্লীবতায়

মহাসমুদ্রে তলিয়ে যাওয়ার আগে
আমাদের হাত ধরো সান্তিয়াগো

স্বপ্নহীনতায়

ঘুমভাঙা স্বপ্ন হেঁটে যায়
নিদ্রাহীনতায়

শূন্য শয্যার দিশাহীনতা

রাতের পাখিরা ডাকছে অজানা সুরে
বিস্মৃতির অতল থেকে
মুহূর্ত ঝলক

ভেবে দ্যাখো তুমি যা করেছ
তার কতটা অচিহ্ন হল
হ্যালোজেন জ্যোৎস্নায়
ভেসে যায়
চেনা পথঘাট
অচেনা সত্তায়

জলখেলা সন্ধেবেলা
স্বপ্নপোশাকে
সব কথাই হারিয়ে যায়
স্বপ্নহীনতায়।

নির্জলা বালির বুকে

গ্রীষ্মের প্রান্তর তোমার জরতী
ঠোঁটের মতো টুটাফাটা
বীজতলা বানাবার জলটুকু
এ বছর দেয়নি দেবতা

ময়ুরাক্ষী তোমার জলহীন বালির
বুকে আমাদের পদচিহ্ন দীর্ঘ
হতে থাকে জলের সন্ধানে

প্রান্তিক অধিবাসী আমরা
হুই জঙ্গলের ধারে
দুচার বান্ডিল বিড়িপাতা
ছিঁড়ে আনি
শ প্রতি দু'টাকা মজুরি
সারা দিনে।

শালের বনে ছড়িয়ে থাকা
পাখাওয়ালা বীজ কুড়িয়ে বেড়াই
ফুটিয়ে নিই কোনোরকমে
আমানির মুখ কতকাল দেখি নি হে
ফড়েরা বুঝে নেয় লাভের কড়ি
আমরা ন্যূন হয়ে থাকি প্রান্তেবাসী

বড়বাবুরা শহরে থাকে
বড় বড় বাড়ি সুন্দরী বিবি
রেতের বেলায় চাঁদের আলোয়
আকাশ নেমে আসে
মোমের মতো তুলতুলে বিছানায়

আমাদের বীজতলা তাকিয়ে
থাকে হা-হা আকাশের দিকে।

রৌদ্রস্নান

তোমাকে পাবার
নতুন উৎসব
রক্তপ্রবাহে -
তারায় তারায় খচিত
অঙ্গখানি
অপরূপ আঁচলের আড়ালে
শরণার্থী

এবড়ো খেবড়ো উঠোনে
টালমাটাল শিশুর মতন
উঠছি পড়ছি
পড়ছি উঠছি
শরণার্থী শিবিরের তাড়া
খাওয়া আশ্রিতের মতো

কাল কি আবার হালখাতা
সময়ের খেরোর খাতায়
নতুন দিনপঞ্জিতে
নতুন হাসির
রঙিন ঝলকে

এবার কি উষ্ণতার অপরূপ বিভাবে
শীতল সেতুটা ঢাকা পড়ে
যাবে সোনালি রোদ্দুরে !

নির্বাণ

চোখ তুলে তাকাও নি কখনো
নিপুণ চিকে আবৃত কনীনিকা
কেন যে গাছেরা লোভ দেখায়
আশ্চর্য জাদুসবুজে
আঁচলে মন খারাপের চাঁদ

আমারও তো ছিল নিখুঁত
নক্ষত্রের রাত
আলোকিত উজ্জ্বল উৎসব
সম্পর্কের বিস্তীর্ণ সড়কে
অজানা বিস্ময়
মিশে যায় লৌকিকতার কংক্রিটে

স্থির দাঁড়িয়ে থাকি বিপন্ন
কুয়াশায়, কক্ষচ্যুত বাবুই বাসা
কেবলের তারে, ভেজাকাক দিশাহীন শালিক
ক্রমশ অনস্তিত্বের ঠিকানায়
ধীরে ধীরে হারিয়ে যাওয়া।

একে কি নির্বাণ বলে, তথাগত ?

একালের কৃষ্ণকথা

মৌষল পর্বে এসে
কৃষ্ণ বুঝে গেলেন
এখন বৃষ্ণিবংশীয়রা
ধ্বংসের মুখে।
রাজত্ব শেষ একটা কিছু
চাকরি চাই। টাকার দাম পড়তির দিকে
ডলারে মাইনে হলেই ভালো।

বৃন্দাবনের চারণভূমিতে মনোহারিণী
বাঁশি বাজাতেন বলে
ম্যাডিসন স্কোয়ারে
স্যাক্সোফোন বাজাবার চাকরি
ইন্টারনেট ঘেঁটে।

সত্যভামা রুক্মিণী গ্রহণীয়া
নয় – ওদের মধ্যদেশ বেশ
স্ফীত – তন্বীদের দেশে বেমানান
বরং স্বপ্নসঞ্চারিণী তরুণী রাধিকাই ভালো

আয়ান ঘোষ আপত্তি করলেন না
আমেরিকাবাসী বউ – খুব ঘ্যামা ব্যাপার।

শ্রীরাধিকা সময়ের সঙ্গে তাল
মিলিয়ে চলতে জানেন
খবরটা শুনে শপিংমলে কিছু কেনাকাটা
দু'ডজন টাইট জিনস
'আই লাভ ইউ' লেখা ছোটো টপ
যাতে বক্ষ বিভাজিকা আর নাভিপদ্ম স্পষ্টতর
হয়। এ ছাড়া রঙিন পেটিকোট এবং
লেস বসানো ব্রা

এগুলো বৃন্দাবনে কাজে লাগতো না
সঙ্গে একটা বাঁশের বাঁশিও নিয়ে গেলেন
আমেরিকায় তমাল গাছের দেখা পেলে
ডিস্কোথেকের ক্লান্তি ঘোচাতে
তমালতলে সামগ্রিক সম্মোহন

তখন
কৃষ্ণের ব্যথার স্নায়ুতে মরচের দহন।

ঐ পথে যেও না

ঐ পথে যেও না মেয়ে
ঐ পথে মিথ্যাচারী তস্কর
ঐ পথে বিষধর আবাস

ঐ পথে যেয়ো না নারী
ঐ পথে ছদ্মমুখ
ঐ পথে হায়নার চতুরালি

মায়াবী রজনী
মায়াবিনী নারী
বোঝে না
তারাদের আসকারা
গোলাপের অভিমান

বিচল পথে যেয়ো না
অদূরদর্শিনী
বুকের গভীরে থেকো
ঝিনুক ভাঙা মুক্তো হয়ে
স্নায়ুর অন্দরে
ভালবাসার সহজিয়া হ্রদে

হো চি মিন

সকালের অলীক রোদ্দুর উঁকি মারে
ভাঙা জানালার ফাঁকে
কৃষকেরা টোকা মাথায় জিরজিরে
হালের বলদ নিয়ে
মেকঙের জলে লক্ষ তারার ঝিকিমিকি সাতসকালে
গিরিমাটি রাস্তা নদীর পাড় ঘেঁষে

সায়গন শহরের বিত্তক্লান্ত সুরাসক্ত রেস্তোরার ঝাঁপ বন্ধ হল
আর একটি বেহিসেবি রাতের প্রতীক্ষায়

তিনি খাতাকলম নিয়ে
লিখতে বসেছেন হ্যানয়ের ছবি
নদী অরণ্য দারিদ্র্যের দিনলিপি
পরনে দিশি ফতুয়া, আধময়লা পাজামা
উজ্জ্বল দুটি অক্ষিপটে মুক্তির স্বপ্ন

একী ! মেকঙের জলে অসময়ে মেঘের
ছায়া ! আকাশ তো মেঘহীন
বাইরে এলেন — দেখলেন বোমারু বিমান —
স্তব্ধ হবে দক্ষিণের পাললিক জীবন
কলম রেখে তুলে নিলেন বিমানবিধ্বংসী গুপ্ত কামান
আবার বসে পড়লেন লিখতে

এনগুয়েন লিখছেন
সবাই বলে হো চাচা
লিখছেন মানুষী প্রেমের কবিতা
স্বদেশকে ভালবাসিবার বর্ষনামা
প্রতিবাদী আয়নায়
ভেসে ওঠে বন্ধনমুক্তির স্বরলিপি

কলমটা আকাশের দিকে তুলে
চিৎকার করে ওঠেন - স্বাধীনতা স্বাধীনতা

মহাস্থানগড়

এখানে মেঘেরা বিলম্বিত লয়ে —
শস্যক্ষেত্র নদীনালা শুয়ে থাকে
একা একা অলস মেঘচ্ছায়ে
জীবন গড়িয়ে যায় চিন্তাহীন বিষণ্নতায়

এখানে প্রাচীন জনপদ
বিহার মাজার হর্ম্যরাজি মগ্ন থাকে
শীত ঘুমে। বিশ্ববিদ্যালয় চাতালে
পুঁথির বদলে গৈরিক গৌড়ীয় ইট
গর্ভগৃহ শ্রমণ নিবাস নৃপতিদের বিজয় গাথা
ম্লান রেখাহীন মানচিত্রে

মানুষের শ্রম মেধার ফসল
সময়ের অর্থহীন অভিমুখ
হেমন্তের নবান্নের আস্বাদ
ভেসে থাকে স্মৃতিগন্ধী সমীরণে

স্বচ্ছ করতোয়া ধীর প্রবাহিনী
মহাকালের সম্মোহনী অতীত স্নানে।

প্রসন্ন হোন প্রভু

প্রভু, আপনি প্রসন্ন হোন
হ্লাদিত হোন প্রভু
কেন না আপনি প্রসন্ন হলে
অনুগতজনেরা যারা
আপনার গুণগান গাই
আপনার নামে সূর্য ওঠাই
রাত্রি নামাই
আপনার ভোজসভায় পানীয়
বিতরণ করি আমরাও কিছু
প্রসাদ পাই,
গুরু কৃপা হি কেবলম।

প্রভু, কিছু ঘর ভেসে যায় যাক
অনাহারে কিছু প্রাণ যাক ঝরে যাক
যুদ্ধবিমানে আকাশ ঢেকে যাক
আপনার ভাঁড়ার পূর্ণ হলে দেশের
উন্নতি কে আটকাবে প্রভু !

কিন্নর কিন্নরী সব তাল ঠুকছে
একশো পঁচিশ কোটি কোমর
উল্লাসে চিৎকার করবে চেনা সংলাপে

প্রসন্ন হোন প্রভু
হ্লাদিত হোন নির্বিকল্পে।

ভালবাসার বীজ

ভুলতে চাওয়া দুঃখগুলি
শরতের সেজে ওঠা পাতার মতো
প্রবেশ করে
আমার হৃদয়ের গভীরে

প্রবল আবেগ
আরোহী আশ্লেষ
আমাকে নিয়ে যেতে চায়
অস্পষ্ট ক্ষতচিহ্নগুলির দিকে
জীবন যেখানে প্রত্নগুহার অন্ধকারে
লেপ্টে থাকে রাতজাগা কুহকের মতো।

ভৌতিক জ্যোৎস্নায় যে জেগে থাকে
তার হৃদয়তন্ত্রী একটি বীণার মতো
ভালবাসা অঙ্কুরিত হয় অচেনা ঐকতানে
ধীর লয়ে অনন্ত আলোর ঝর্নায়।

কোথায় যে যাই

কোথায় যে যাই
পথে চলতে চলতে চলভাষে
ফিসফিস গুঞ্জরণ
আজীবন কথা বলার প্রলোভন
গরমে ঘামে যানবাহনে
যাপিত জীবন ঘিরে
অবিরাম মুদ্রার আস্ফালন।

উদ্দেশ্যবিহীন পথে মানুষের
অকারণ পদচারণ
ক্লান্ত রেলস্টেশনে পড়ে থাকে
চায়ের খুরি সিগারেট অবশেষ
প্রকৃতিবিদ্বেষী পলিথিন।
জন্মভিখারি খুঁটে খায় বর্জ্য
তণ্ডুলকণা

সাঁকোহীন শুধু কথা
সময়ের আলস্য ছাড়িয়ে
কথা বলে চলা
আলগা বোতামঘরে লেগে
থাকে পুরোনো ছবি।
কাকে যে ডেকে বলি দু'চারটি
মনের কথা প্রিয় সম্ভাষণ

কোথায় যে পাই
প্রণম্য মানুষ শরণ্য চরণ।

সূর্য বিস্তার

চন্দ্রকলার মতো তোমার
ছলাকলা
অথচ স্বপ্ন গেঁথে দিয়েছিল
কিছু প্রিয়কথা
বিকেলে হলুদ হয়ে যায়
সকালের কথকতা
সন্ধে হলে
তোমার কেমন কোলাহল
হয়ে ওঠা
এখন আমার বৃক্ষশরীরের পাতা
ঝরার খেলা

পান্ডুর বিকেল নয়
একটা অকম্প্র দিন
আমাকে দিও

অনন্ত সূর্য বিস্তারে
তোমাকে নিয়ে হৃদয় উৎসব।

জীবন উৎসবে

তুমি ভালো থাকো প্রমোদ বিলাসের
বিপণন হাটে
মোমের কম্পিত শিখায় আমার
ব্যক্তিগত নৈরাশ্য বিচরণ।

অনুগত জনের কপট ভক্তিরসে পিচ্ছিল তোমার
যৌনতার জীবন সরণি
লুম্পেন সাপেদের হিসহিস শব্দে
তোমার ঘর ভরে যায়
নিপাট মনোহীনতায়
ভালবাসার লালিত কুসুম ঝরে পড়ে।

ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বাতাস গায়ে মেখে
দাঁড়িয়ে থাকি প্রত্যাশার রেলস্টেশনে
শেষ ট্রেন চলে গেলে পাহাড়তলির
কুয়াশা ঢাকা অনন্ত অন্ধকার –

আলোকশূন্যতায় হাঁটতে হাঁটতে
উদ্দেশ্যহীন বাতাসে ভাসতে ভাসতে
স্বপ্ন দেখি ... স্বপ্ন দেখি ... স্বপ্ন দেখি ...

কবিতার শব্দগুলি সরব হয়ে
ওঠে ভালবাসার জীবন-উৎসবে

প্লবতা

যেমন খুশি হাঁটো, যেমন খুশি চল
যেমন খুশি ভাবো, যেমন খুশি বল
যদি আকাশ হতে চাও
দেখে নিও বেলুনের উড়ান ক্ষমতা
যদি সাগর হতে চাও
দেখে নিও অম্লজান সহনতা

আকাশ হতে চাওয়া
সমুদ্র হতে চাওয়া
এসব কিছু ছাড়িয়ে যাওয়া
আপন গভীরতায় -

যেমন খুশি হাঁটো, যেমন খুশি চল
যেমন খুশি ভাবো, যেমন খুশি বল
শুধু দেখে নিও
বাতাসটা কোনদিকে বইছে।

শুধুই একটি মুখ

নির্দয় চোখে তাকিয়ে
মিশে গেলে
অকৃপণ রৌদ্রের ফোয়ারায়
তুমি তো জানো না যেখানে
তোমার স্পর্শ
সেখানেই গোলাপমঞ্জরী।

দ্বিধাহীন ভেসে গেছি
অনন্ত চোখের আবর্তে
বুকের দুপাশে অনাবাদী জমি
আগাছার তান্ডব

অবোধ হৃদয় শেখেনি
কোনো আত্মরক্ষা

গোলাপের স্পর্শছাপ হারিয়ে গেলে
দুঃখের ঝাঁপি ভরে
যায় ভরে ওঠে ...

সজল কনীনিকায় স্মৃতির
সবটুকু ধুয়ে যায়
অথচ অথচ অনিবার্য অপূর্ণতায়
স্বপ্নের ভেতরে
শুধুই একটি মুখ ভেসে ওঠে -

নৈঃশব্দ্যের পূর্ণিমা জাগে অনর্গল সন্ধ্যায়।

প্রত্যাশা

নিঃস্ব করেছ আমাকে
দিয়েছি তো অনেক কিছু
আর কী দেবার আছে

খড়কুটো আশ্রয় শুধু
ধুলো মলিন
ফেলে দেওয়া
আইসক্রিম কাপ
গেঁজে ওঠা টকদই
বাসি রুটিতে স্মৃতির ছত্রাক

যত দিন যায় তোমার
নতুন সমারোহ নব অভিসার
দরজায় টোকা দেয় নতুন অতিথি
এখন তবে অন্ধকারের আত্মরতি
আমাদের কথাগুলি অন্তিম রেখায়
প্রসাধনী পোশাকের আড়ালে

নতুন করে নিত্য ভাঙচুর
প্রত্যাশার নতুন আলপনায়

গন্ধরাজের কুঁড়ি

মেঘ জমেছে ঈশান কোণে
বুকের ভেতর ঘরের মধ্যে -
হারিয়ে গেছে স্বপ্ননিবাস
গরুছাগল মেয়েপুরুষ শস্যমুকুল
নদীনালা মাঠময়দান চিনের পুতুল
জনমের যাপন-বিষাদ

কিছু রক্তচোষা বহুবাচী
মিথ্যে কথার কূটকচালি
খাবলে খুবলে এধার ওধার
সুযোগ বুঝে ধরছে শিকার
পচাইখানার গোলক ধাঁধায়
ভনভনিয়ে উড়ছে মাছি -
কেউ কি এখন ভালো আছি

শব্দ নিয়ে স্বপ্ন নিয়ে ছন্দ নিয়ে
গড়বো কি আর বেলোয়ারি

ধানের চারা হাতে নিয়ে
শিশুর গালে চুমু দিতে
কেউ কি এখন কড়া নাড়ে
সকাল সন্ধে দরাজ হাতে

দরজা খোল দরজা খোল গৃহস্থ
দ্যাখো একটা আস্ত আকাশ আসছে নেমে
চাঁদের পাশে গন্ধরাজের শুভ্র কুঁড়ি
লক্ষ তারার রং বাহারি ফুলঝুরি।

কীটদষ্ট

চর্যাপদ থেকে উঠে আসে
নবীনা হরিণী
অযুত বর্ষের তপস্যার ধন
মনোহারিণী
সতর্কপায়ে এগিয়ে চলেছি
শিকারি যেমন
শিকার সন্ধানে –
শুনশান উড়ালপুল ধরে
যে ছুটেছে তার নভশ্চর প্রেমিকের
স্পর্শ আশায়।

অচেনা হাওয়ায় উড়ছে আঁচল
উড়ছে শাড়ি উড়ছে লজ্জাবস্ত্র
নিশিনিলয়ে অপ্সরা স্কার্টে
অলীক আলোর নীচে

দুহাত বাড়িয়ে রেখেছি
বিপথচারিণী
শিকার নয় গোপন হাওয়ার
সওয়ার অহোরাত্রি

কীটদষ্ট প্রেমিক গোপন যন্ত্রণার।

অস্পর্শ কাঁটাতার

'অতুলনীয় কুলিং অতুলনীয় ফ্রিজিং'

বিজ্ঞাপনের শীর্ষ ভাষার মতো
দারুণ দাহন-বেলায় অতুলন তোমার শীতলতা
প্রকৃতি-বিহ্বল সন্ধ্যায়
অতুল তোমার কপটতা

পৃথিবীর মুখ তো আমি দেখিনি
নরম রোদ্দুর-আলস্যে দেখেছি পৃথিবীর প্রতিচ্ছবি
তোমার চিত্রার্পিত গ্রীবাসন্ধিতে

বড়ো কোলাহল তোমার চারপাশে
শব্দ
অর্থহীন শব্দবাজি
আমাকে বধির করে রাখে

অস্পর্শ অপরিচয়ের কাঁটাতার
স্মৃতিধার্য বর্ণসুষমার
কোনও আভাস নেই রেখারিক্ত চিত্ররেখায়

চিতার চোয়ালে বসে

শহিদ মিনারের চূড়ায় আরেকটিবার
লাফ দিয়ে উঠছে রাসায়নিক ছড়ানো
টম্যাটোর মতো লাল সূর্য
পাখিদের কলরব
আপিস যাত্রী ব্যস্ত পথ ...

বেলা বাড়ে।

বিষাদ ধোঁয়াশায় ফুসফুসে বিষবৃক্ষ
সারাদিন কি জানি কিসের আশায়
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে —
ময়দানে

গাছেদের কচিপাতার
বাসন্তিক আলাপন
গোধূলি বেলায়
ডুগডুগি বাজছে জোরে
'আসেন বাবুরা মাদারি কা খেল'
ছিন্নকন্থা বালকবালিকা
দুমুঠো ভাতের টানে অনিবার্য নিষ্ঠুরতায়

দু'চার পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে
গর্বিত ঢেকুর তুলে
ফিরে চলি ভৌতিক বৃত্তে
ধ্বংসের পরিপাটি আয়োজনে

চিতার চোয়ালে বসে দেখি জীবনস্বপ্ন।

সমর্পণ

ভালবাসাকে কেউ কেউ চার অক্ষরে
বেঁধে রাখতে ভালবাসে
আমি বলি চার অক্ষর নয়
ভালোবাসা অনন্ত অক্ষর সরণি

কেউ ডেকে গেছে কুসুমপ্রহরে
কেউ ডেকে গেছে বিলগ্ন দুপুরে
কেউ ডাক দিয়ে যায় রাতের সংগীতে
কেউ ডেকে যায় শিশির-হেমন্তে

এত প্রলোভন চারিদিকে
এত উচ্চারণ
বাতাসে মাটিতে
এত গভীর আমন্ত্রণ
সবুজপাতার শিবিরে
জীবনের পলেস্তরা খসে পড়ার আগে
বল্কহীন শস্ত্রহীন সমর্পণ
অনন্ত অক্ষরময়ী ভালবাসার কাছে

রেসিডেন্সি

অস্থির ঘুমের ভেতরে তোলপাড়

রাঙা বটফলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে দিনমণি
বজ্রাহত জীর্ণ দেউলের মতো
জেগে ওঠে লখনউ রেসিডেন্সি

শ্বেত প্রভুদের দাম্ভিক বুটের আওয়াজ
শোনা যায়
অনেক অনেক লাঞ্ছিত মরণ
অনন্ত স্তব্ধতায়

এসো হাত লাগাও বিদ্রোহী
রাইফেলে রাখো পাখির চোখ
উড়ে যাক দরবার ভোজনকক্ষ পানশালা
শ্বেতগরিমা
স্বদেশি বুলেট কামানের দাগে
গর্বিত দেওয়াল পাঁচিল দ্যাখো এখনো
দাঁড়িয়ে আছে
ওরা ফিরে এসেছিল শ্বেততন্ত্রী
মারণ অস্ত্রসম্ভারে
কাতারে কাতারে
হতমান শহিদ শোণিতে গোমতীর
আকাশি জলে তখন রক্তস্রোত
শ্বেত শেকলের পরাক্রম

আমাদের নতজানু মেরুদন্ডে
বাসা বাঁধে কার্তিকের হিম।

অনাথ-চর্চা

মহীরূহ চর্চা করি না

ওরা বেড়ে ওঠে নিজস্ব নিয়মে
মেঘবর্ত্ম ছুঁতে চায়
উগ্র নিঃশ্বাসে
প্রতিস্পর্ধায়
গরীব প্রতিবেশীর দীর্ঘশ্বাসে।

কখনো মহীরূহ চর্চা করি না

বনবাদাড় খানা খন্দ ঘেঁটে
আকন্দ পুটুস বনতুলসী
কুড়িয়ে বেড়াই
অলীক ছাদে তাদের ঘরবাড়ি
যত্ন করি সার জল নিজস্ব কথকতায়
ইন্দির ঠাকরুণের নিঃসঙ্গ বিকেল
কাটাই ওদের সজীব উষ্ণতায়
ভরা ভাদরে ছাতা গরমে ছায়া
গুঁজে দিই তন্ময় মমতায়
প্রতিবন্ধী লতা কিছু লাজুক
হাত বাড়িয়ে দেয়
আমিও ...

অনাথ আশ্রম ঘিরে
ওই সব মলিন পথশিশুদের দিকে

স্বপ্নভ্রমণ

যানসংকেতে দাঁড়িয়ে
আছে গাড়ি
তোমার কপালের লাল টিপের
মতো নিষেধ-বাণী
সামনে পেছনে গাড়ির মিছিল
ঘৃণিত পুরুষেরা যেমন
তোমাকে ঘিরে থাকে

জ্যৈষ্ঠের থমথমে দুপুর
পুরসভার ভ্যাটে উপচে পড়া দুর্গন্ধ
জলের কলে অজগর রেখা
যান সংকেতে দাঁড়িয়ে
একা একা
একা একা

সন্ন্যাসের গৈরিক উপবীত পরেছি
তোমার এতোল বেতোল চলন
তোমার বেহিসেবি বচন
আমাকে আর স্পর্শ করে না

অতি সংবেদী আমার চেতনাবিশ্ব
স্বপ্ন দেখে
শুধু স্বপ্ন দেখে
লাল আলোর ভ্রূকুটি
উপেক্ষা করে
আশ্চর্য ভ্রমণে যাব
তোমার সন্ধানে

ডাম্বুলা

অনুরাধাপুর ছাড়িয়ে
পিচবাঁধানো রাস্তা
প্রাচীন জনপদ
ডাম্বুলার পথে
গাছগুলো এলোপাথাড়ি
হাত পা নাড়ছে
রমণীরা সিংহলি রমণীরা
পাখিদের খুশির গানে মাতোয়ারা
নাম জানি না
এসব পাখিদের
এবং নারীদের

মন্দিরে বসে আছেন প্রভু বুদ্ধ
অবলোকিতেশ্বর মুদ্রায়
প্রাচীন গুহাচিত্র
পাথরে পাঁচিলে
শ্রমণেরা চলেছেন
দেবতা দর্শনে

'থাম্বিলি' পিপাসাহারিণী
বিক্রি করছে স্কার্ট পরা
সিংহলি কিশোরী
স্কুলফেরত পড়ুয়ারা
সোহাগ জানাচ্ছে
'হাই আংকল' বলে

নির্জন অরণ্যের পাশে আমরা
অদীক্ষিত ক'জন
অন্ধকারের রক্তক্ষরণ বাঁচিয়ে
শ্রমণদের সঙ্গে শ্রান্তিহীন এগিয়ে চলি
আলোর ভিখারি।

ইস্তাহার

নির্জন একক বনপথে
সম্বরের হাঁটাচলা
সঙ্গিনী আছে তাহার পাশে
সে এখন হিংস্র নয়
এ্যাস্‌ফল্টের কৃত্রিমতা
এখান থেকে দূরে

অগোছালো রাতের বাতাস
যুবতী সূর্যমুখীর মতো ফুটে
উঠছে নক্ষত্রের রাত
এখন বনপথ দিয়ে হেঁটো না
বরং আঁচল উড়িয়ে দাও বেপরোয়া বাতাসে
ঠিকানাহীন নিদ্রিত ওয়াচটাওয়ারে
বরং জ্বলে উঠুক রঙিন ঝাড়বাতি
সম্বর সঙ্গিনীর মতো
শারীরিক ইস্তাহারে।

অধরা মাধুরী

বালক রোদ্দুর।

উষ্ণতায় জড়ানো শরীর
সংরাগ-তরঙ্গে
ঘুরে বেড়াই আদাড়ে বাদাড়ে
তুমি তখন তীব্র আকাঙ্ক্ষায়
চোখ রেখেছ
উড়াল পাখির ডানায়

আসর জুড়ে স্খলিত করতালি
শরীরী বিভঙ্গে অধরা মাধুরী

বিষাদগাথার মেঘ জমতে থাকে
আতপ্ত বুকে
পদচিহ্ন আঁকা থাকে তোমার
চঞ্চল নূপুরে

হেঁটে যাব ঋজুরেখায়

অপেক্ষা করতে করতে
অপেক্ষা করতে করতে
অনিচ্ছুক যেখানে প্রবেশ করেছি
সেটা একটা বৃত্ত - নির্বোধ গোলাকৃতি
একরৈখিক সরল সড়কের বিপরীতে

আমার আকাঙ্ক্ষারা ঘাস হয়ে
লুম্পেন ঘাতকের পদতলে
আপনজালে বন্দী আমি
হেঁটমুন্ড নতজানু আজ্ঞাবাহী

তবু তার চোখে ইন্দ্রজাল
তবু তার চোখে মায়া-কুহেলি
তবু তার আলোর বাহার রঙিন গোধূলি
সবুজ অরণ্যানী মিশে যায় সমুদ্র প্রত্যয়ে
উদাসী পাহাড় ডাকে ঘরে ফেরা পাখির পালকে

দাঁড়িয়ে থাকি বৃত্তের ভেতরে
দাঁড়িয়ে থাকি অন্ধকার অবসাদে

এবার বৃত্তের অভিকর্ষবিন্দু অগ্রাহ্য করে
বেরিয়ে পড়ার সময় হয়েছে
হাঁটতে হবে - হাঁটতে হবে - সরলরেখায়
পৃথিবীর যত রূপ রং
মানুষী সম্পর্ক - সম্পর্কের মায়া-কাজল
সব কিছু বুঝে নিতে হবে নতুন রসায়নে

বৃত্তের পরিধির বক্রতা নয়
হেঁটে যাব ঋজুরেখায় জীবনরম্যতার দিকে

স্মৃতি

স্মৃতি গিয়েছে বেড়াতে
উন্মন আকাশ ভেদ করে
নিয়ে গেছে
আমার আনন্দ গান
গোছানো বাগান
আমার চলার ছন্দ
ভালো লাগার বিরল লগ্ন
দিঘির জলে হাঁসের সারি
মেঠো সুরের বাঁশের বাঁশি

থিরথির অন্ধকারে শরীরে
কেন কাঁপে তোমার ছায়া
বিরহের আশ্চর্য পীড়ন
ভেঙে ফেলে প্রেমের জাদু লণ্ঠন

প্রেমিক চাঁদ তো বিরহ বোঝে না
সূর্যও স্নেহের পরশে জাগিয়ে
রাখে পশুপাখি কীটপতঙ্গ
গাছগাছালি
মানুষের গেরস্থালি

তোমার জন্যেই
জেগে থাকে এ পৃথিবী
আর জেগে থাকি আমি
আমি ও তোমার স্মৃতি

বৃষ্টি ও তরঙ্গিণী

পারদ চড়ছে
দিনগুলো উগরে দিচ্ছে আগুন
রাতগুলো বাঁজা অর্থহীন
মাঠগুলি ঠা-ঠা শষ্পহীন
বল্মীকস্তূপে ঢাকা পড়ে আছে
ঘরদোর ভিতর বাহির।

পুরাণে আছে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি
নামাতে পারেন বৃষ্টি
তিনি তো উগ্রচন্ড ধ্যানমগ্ন
তাঁকে বশে আনতে পারেন
একজন-ই
তরঙ্গিণী
তরঙ্গিণী মানে সার্থক রমণী
সৃজনশীলা
তরঙ্গিণী মানে বৃষ্টি
বৃষ্টি মানে জীবনধারা

তরঙ্গিণী বন্দী এখন ধনপতির বিলাস অঙ্গনে

তাহলে কি ঋষ্যশৃঙ্গ, তোমার বৃষ্টি-অভিসার
ব্যর্থ হবে হতমান হা হা রবে ?

চললাম রইলাম

এই আমি চললাম
তোমার চিঠির গুচ্ছ
টুকরোগুলো
অজানায় উড়িয়ে দিলাম
প্রেমের বীজ হয়ে সেগুলো
ফুটে উঠবে গানে গানে

ক্লিশিত বারান্দায়
তোবড়ানো বেতের চেয়ারে
বসে আছি
বসে থাকছি
ছেঁড়া কাথার মতো
স্বপ্নগুলো
মেঘরঙা পথে
হারিয়ে যায়. - যাক

আমার যাওয়া হল না
হল না যাওয়া তোমার সঙ্গে
তোমার পথ
নতুন পথ
নিত্য নতুন বাঁক নেয়
আমার সম্মোহন হারিয়ে
যায় সেই সব বাঁকে

যদি কখনও দেখা হয় ঘরছুট
রাস্তায় ব্যস্তব্যাকুল বৃষ্টিপ্রহরে
একটু থেমে দুটো কথা বলে
যেও যেথা যেতে চাও

আমি থেকে যাব নিভন্ত
মোমবাতির শিখায়
অরব অন্ধকারের কান্নায়

সমুদ্র-নিশীথ

দিগন্তে বিছানো ছিল
সমুদ্র-নিশীথ
গতিশীল ফসফরাসের জোনাকি
উসকে দিচ্ছিল আমার
নুলিয়া শরীর
নির্বাক পৌরুষ

সে রাতে চাঁদ
খুঁজেছিল তোমার কাঞ্চন
শরীর ঘনিষ্ঠ ওষ্ঠ

এখন আমি কেবল মৃত্যু
নিয়ে খেলা করি
মারণবিষ ঢুকিয়ে দিচ্ছি
সভ্যতার ফুসফুসে
মগজে চালান দিই
শুকনো ঘাস প্রেমহীনতার
বীজ গুপ্ত ঈর্ষার কাঁটা

সমুদ্র আর চাঁদ
চাঁদ আর সমুদ্র
সারারাত খুঁজেছে তোমাকে
বাতিঘরও হার মেনেছে
তোমার অস্তিত্ব সংকটে

ঝিনুক খোঁজার ইচ্ছে হলে
চলে যাব আলোর সৈকতে

আমাদের হেমন্ত

বিদায়ের উলুধ্বনি দিয়ে মেঘরমণীরা
চুল শুকোতে গেছে
নিশিভোরে শরতের বাঁশি
বাঁধা থাকে তিমির বিনাশী
হেমন্ত রোদের আঁচলে
মায়াবৃক্ষে জমে থাকে শিশিরের ভাষা
রুপোলি রোদের ছায়ায় বাতাসে নীরবতা
প্রকৃতির প্রত্ন উপহার ছুঁয়ে যায়

ভুখাসুখা গ্রামবালিকারা কুড়োতে নামে
ইতস্তত ধানের মঞ্জরি
ধানকাটা মাঠে ইঁদুরেরা খুঁজে থাকে
লুকোনো জীবন
ম্লান নক্ষত্রের রাতে

ফসলকাটা শেষে কামিনীরা
ফিরে গেছে নিজস্ব কামিনের পুরুষগন্ধে

এবারের নবান্নে কি
মানুষী সংঘাত বন্ধ হবে ?
কাহাদের ধান ওঠে কাহার গোলাতে !

বিশ্বাসের সংকীর্ণ সীমানায়
কোথায় আমাদের শিকড়, হেমন্ত ?

শোকলিপি

দূরভাষ বেজে উঠলেই
ত্রস্ত হয়ে পড়ি
চোখের আড়াল থেকে
শব্দের শানিত তির

নক্ষত্র উজ্জ্বল বনবীথি
গ্রীষ্ম দুপুরে শান্ত সরণি
নির্জন মনোরম সময়
নিবেদনের কথকতা
সবকিছু অপলক অন্ধকারে ঢাকা
মজে যাওয়া শ্যাওলা ধরা কূপে
আত্মঘাতী স্মৃতি জমে থাকে

চতুর মানবীবিদ্যায় দীক্ষিত করেছ
নিজেকে
উগ্র কেয়ার গন্ধে সুরভিত
শরীর প্রলোভিত চোখের আহ্বানে
কুৎসিত অথবা সুন্দরের ভেদচিহ্ন
মুছে ফ্যালো চকিত আবেগে

যাও, যতদূরে যেতে চাও
স্মৃতি-গন্ধ সযত্নে ঢেকে রাখি
কস্তুরী মমতায়

জীর্ণপাতা শোকলিপি অনুজ্জ্বল শীতরাত্রি।

মা'র জন্য লেখা

মা, তোমাকে বলেছিলাম
বাড়িতে গিয়ে তোমার সঙ্গে
দুপুরের আহার
বোনটার বিনুনি ধরে হ্যাঁচকা টান
ভাইয়ের জন্য খেলনা রোবট
আর তো ঘন্টা চারেকের উড়ান

মা, আমাদের বিমানে ক্ষেপণাস্ত্র
ছুঁড়েছে কারা
দুশো সাতানব্বই আমরা
সবাই আগুনের গোলা

দেশকে ভালবেসে কষ্ট পেয়েছি মা
তোমাকে ভালবেসে কষ্ট দিয়েছি মা
আমার ভালবাসা চিরহরিৎ বৃক্ষের
মতো তোমাকে ঘিরে থাকুক দেশজননী
আমার শেষ প্রণতি
মালয় সাগরের বিশ্বাসী বাতাস হয়ে
তোমাকে ঘিরে থাকুক মা আমার

হয়তো নিরাপত্তা পরিষদে এখন
বিশ্বশান্তির জন্য বক্তৃতা চলছে
দীর্ঘ উজ্জীবনী বক্তৃতা ...

সামনে কৃষ্ণ সমুদ্র।

মৃদুল রোদ্দুরে একা

শীতের দুপুর
দোতলা বাসের জানালায়
রোদ্দুর
মৃদুল রোদ্দুর
গড়ের মাঠ -
শিরিষের ডালে
একটি কবুতরী গর্বিত
দৃষ্টি মেলে এদিক ওদিক
বিরাট মাঠের বৃক্ষগুলি
রুদ্ধশ্বাসী ...

তখন কলকাতায় দোতলা বাস ছিল
তখন কুমারীরা - নিষ্পাপ
টপাটপ প্রেমে পড়ে যেত
যখন তখন বৃষ্টি এসে
তাদের গোড়ালি ধুয়ে দিত

বাসটি এগিয়ে যেতে
চেঁচিয়ে উঠলাম 'রোককে'
ছুটে গিয়ে
ছুটে গিয়েও
কপোতীর দেখা পেলাম না
মৃদুল রোদ্দুরে আজও একা

অনিন্দ্য ঘাড় ঘুরিয়ে
বকুল চলে যায় অচিন উড়ালে
পড়ে থাকি রিক্ত আকাশরেখায়
রোদ্দুরে একা
একা রোদ্দুরে
শীতের বিলাসী রোদ্দুর তখন দাবদাহ।

অতৃপ্তি গুহায়

ধুলো বালি
বন্ধ ঘরে
ভ্যাপসা গুমোট
চারপাশে
পলেস্তারা খসে পড়ে
আনমনে

সম্পর্কের বন্ধঘরে
ধুলো জমে
ভুলে যাওয়া সংলাপ
অনুজ্জ্বল অনুভূতি
শুয়ে থাকে সময়
সময়ের ব্যবধানে

বেহিসেবি জটিল স্বপ্ন বুঝি
ঢুকে পড়েছিল সময়ের অসতর্ক বলয়ে
তোমার স্বপ্ন তো
রাজকন্যা আর রাজপুত্র নিয়ে
তুমি বেশ রাজকন্যে হলে
সাধারণী আবরণ ছেড়ে

আমি তো কেবল ভ্রমণপিপাসু
তীব্র অতৃপ্তি গুহায়।

নদী এবং নারী

অনেক দিন কোনো নদীর কাছে যাই নি
অনেক দিন কোনো নারীকে কাছে পাই নি
নদী এবং নারী
নারী এবং নদী
দু'জনেই আমার
আমার অপেক্ষা প্রহরে
চলে যায়
চলে যায় দূরগামিতায়
কী যে ভাবে চেতনে অবচেতনে
নদী এবং নারী
নারী এবং নদী

বৃদ্ধ ন্যগ্রোধের মতো বিজনে
দিন গুণছি
দিন গুণছি
নদী এবং নারীর জন্যে
নারী এবং নদীর জন্যে

বিফল প্রহর অশেষ নিষেধে

বাঁচার গৌরবে

তাহলে গান হারিয়ে গেল
তাহলে সুর হারিয়ে গেল
তাহলে কথা হারিয়ে গেল
উত্তর প্রদোষের নৈঃশব্দ্যে
রিক্ত করে
রিক্ত করে দিয়ে যাও আমাকে
অবলুপ্তির অন্ধকারে

ভয় পাই
তুচ্ছ হয়ে থাকি
অকিঞ্চন কচ্ছপ আবরণে

তুমি এলে
বৃষ্টি শব্দে
স্মৃতির সৌরভে
নিরন্তর বাঁচার গৌরবে।

স্বদেশ

কলরোল বন্ধ কর
বধির হয়ে যাচ্ছি ক্রমশ
'হোয়াটস অ্যাপে'
সমাজ গড়িয়ে যাচ্ছে
ওয়েলেক্সে বেচে
দাও
বেচে দাও
যা কিছু পুরোনো
সমাজ সংসার
আসবাব বাড়ি
হাতঘড়ি
রবীন্দ্রগানের সি.ডি
অসহায় স্বাধীনতা
সব
সব
পাতাছেঁড়া মানচিত্রে
শুয়ে থাকে
বিবস্ত্র স্বদেশ আমার

সুখ দুঃখ

ফেলে আসা চুম্বনের দাগ
কাছাকাছি জীবনের নিবিড় উত্তাপ
খরস্রোতা নদী-গান
করতোয়ার স্বচ্ছ জলে
ভোরের আকাশ

জেনেছ কি সম্পর্কের
ফাটলে একটু একটু করে
জমে ওঠে শ্যাওলা
তারা আঁকড়ে ধরে না
শাড়ির আঁচল অথবা
সদ্যকেনা নদীছাপ জামা

বালুচরে পড়ে থাকে চলে
যাওয়ার অনন্ত শূন্যতা
দু-চারটি
ঝরে পড়া
ঝাউয়ের পাতা

দুঃখ নেই কোনোখানে
সুখও নেই তত
সতত সবার মাঝে।

এ সময়ের বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের পর অর্থনীতির অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে আই.এ.এস আধিকারিক এবং বহু বিচিত্র পথের পথিক। কলম্বো প্ল্যান বৃত্তি নিয়ে ইংল্যান্ডের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ। এসবের মধ্যেও তাঁর সাহিত্য সাধনা অব্যাহত থেকেছে। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে রাজ্য ও দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি।

এ পর্যন্ত তাঁর দশটি কাব্যগ্রন্থ ও দু'টি প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। উচ্ছ্বাসের আতিশয্য বা চিৎকৃত উপস্থাপনা নয়, পরিশীলিত নিপুণতায় উচ্চারিত হয়েছে প্রেম, অপ্রেম, অপুষ্পক সময়ের ক্ষরণ ও বিষণ্ণতা।

রথীন কর নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সর্বভারতীয় শীর্ষ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবার্ষিকী স্মৃতি পুরস্কার, 'শায়ক' বর্ষসেরা কবি পুরস্কার ও অন্যান্য পুরস্কারে নন্দিত হয়েছেন। সংবর্ধিত ও সম্মানিত হয়েছেন বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকা ও সাহিত্য সংগঠন থেকে। প্রকাশিত হয়েছে কবিকণ্ঠে ও বাচিকশিল্পীর কণ্ঠে তাঁর কবিতার সি.ডি.। বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকার উপদেষ্টা বা সম্পাদকীয় সদস্য হিসেবেও যুক্ত রয়েছেন তিনি।

তাঁর সাম্প্রতিক লেখা থেকে বেছে নিয়ে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো।

প্রচ্ছদ : রথীন কর

মৃদুল রোদ্দুরে একা

রথীন কর

সাংস্কৃতিক খবর